কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 02 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... 2 ...

শাবি শিক্ষকদের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার ছাত্রলীগ নেতা বহিষ্কার

সিলেট অফিস ▷

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের চার কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের তিনজনকে সংগঠন থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আগের রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এ সিদ্ধান্ত নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃতরা হলেন পরিসংখ্যান বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ধনী রাম রায়, রাজনীতি অধ্যয়ন বিভাগের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের আবদুল্লাহ আল মাসুম, বন ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের আরিফুল ইসলাম আরিফ এবং একই বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের জাহিদ হোসেন নাঈম।

অন্যদিকে দল থেকে বহিষ্কৃতরা হলেন শাবি ছাত্রলীগের সহসভাপতি অঞ্জন রায় ও আবু সাঈদ আকন্দ এবং যুগ্ম সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সবুজ। এই তিনজন শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান খানের অনুসারী বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ইমরান খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কোনো অনুসারী নেই।' তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের তিনি তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তি দাবি করেন।

এ তিনজনই হামলা-পরবর্তী শাবি ছাত্রলীগ কর্তৃক গঠিত পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। গত রবিবার বিকেলে শাবিপ্রবি প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা জানিয়েছিলেন। এই কমিটির মধ্যে বহিষ্কৃত তিনজনই রয়েছেন। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের নেতা ফারুক উদ্দিন জানান, আবু সাইদ আকন্দ, অঞ্জন রায় ও সাজিদুল ইসলাম সবুজ রবিবার সকালে শিক্ষকদের ওপর হামলায় সরাসরি অংশ নেন। তাঁদের নেতৃত্বেই শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানো হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের তিনজনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে

এদিকে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগকর্মীদের হামলার প্রতিবাদে তিন দিনের কর্মসূচি শুরু করেছেন আন্দোলনরত মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম দিন কালো ব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি পালন করেন ওই সংগঠনের শিক্ষকরা।

মৌন মিছিলটি সকাল ১১টায় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থেকে শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবন-২-এর সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেখানেই সমাবেশ করেন শিক্ষকরা।

সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন অধ্যাপক সৈয়দ সামসুল আলম, অধ্যাপক মন্তাবুর রহমান, অধ্যাপক হাসানুজ্জামান শ্যামল, মিরাজুল ইসলাম, আনোয়ারুল ইসলাম, মুহিবুল আলম প্রমুখ।

শিক্ষক নেতা ফারুক উদ্দিন বলেন, 'এই বঙ্গবন্ধুর ছাত্রসংগঠনকে যে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এ রকম ন্যক্কারজনক কাজে লেলিয়ে দিয়েছে আগে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। এই দুর্নীতিবাজ উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে এখান থেকে সরিয়ে নেন।' প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল সাংবাদিকদের বলেন, 'আগস্ট মাসটা এমনিই আমাদের জন্য বেদনাদায়ক। এই আগস্ট মাসে শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলা, এর চেয়ে কষ্টদায়ক কিছু হতে পারে না। ভিসি অভিযোগ করছেন, শিক্ষকরা নাকি তাঁকে আক্রান্ত করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ রকম না। যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে সেটার প্রতিটি লাইন ধরে তদন্ত এগিয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে অভিযোগ সত্য কি না।'

আজ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি, কালো ব্যাজ ধারণ, র‍্যালি ও সমাবেশ এবং কাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন ও কালো ব্যাজ ধারণ এবং ওই দিন সমাবেশ করে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।